তারিখ 18 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থান নির্ধারণে সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু

জসিম উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দ্বিতীয় ক্যাম্পাস' স্থাপিত হচ্ছে। একাডেমিক ভবন, আবাসিক সংকট আর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রাজধানীর আওসিয়া, পূর্বাচল ও নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ— এ তিনটি এলাকাকে প্রাথমিকভাবে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সরকারের উচ্চপর্যায়ে। ২৭ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত জানার পর একটি 'মাষ্টার প্লান কমিটি' গঠন করে। বর্তমানে ওই কমিটি প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসের লোকেশনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করছে। প্রস্তাবিত এ ক্যাম্পাসে ২০ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন গড়ে তোলা হবে। যেখানে বর্তমান ক্যাম্পাস থেকে ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে নেয়া

ক্যাম্পাস : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

ক্যাম্পাস : দ্বিতীয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হবে। এজন্য যে কোন একটি অনুষদকে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হবে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে আরও ১০ হাজার শিক্ষার্থী সেখানে ভর্তি হবে। বর্তমান ক্যাম্পাসের আদলেই গড়ে তোলা হবে ওই ক্যাম্পাস। যেখানে সবার জন্য একাডেমিক ও আবাসিকসহ সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে। তবে বর্তমান ক্যাম্পাসে আবাসন সংকট থাকলেও ওই ক্যাম্পাস হবে শতভাগ আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন। যেখানে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন, বিনোদন ও চিকিৎসাসহ সব ব্যবস্থা থাকবে।

ইতিপূর্বে ১৯৬১ সালে আরও একবার দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এজন্য টঙ্গীর ফৈজাবাদ, পুরাকর ও দক্ষিণখানে ১ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ওই জমির মূল্য ধরা হয়েছিল ৩২ লাখ টাকা, যার ২০ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করেছিল। তবে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওই জমির কোন হদিস পাওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও এর কোন খোঁজখবর জানে না।

সোমবার স্থান নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাষ্টার প্লান কমিটির' বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আগামী ৭ দিনের মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া হবে। তাকে নিয়ে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে এক মাসের মধ্যে তা সরকারকে জানানো হবে। মাষ্টার প্লান কমিটির ওই বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার যুগান্তরকে বলেন, প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। এ ব্যাপারে সরকারকে শিগগিরই তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে এক মাসের মতো সময় লাগতে পারে। আগামী এক বছরের মধ্যে তারা ওই ক্যাম্পাসের জন্য জমি ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, এ ক্যাম্পাসের জন্য দেড়শ' থেকে দু'শ একর জমির প্রয়োজন হতে পারে। সময়মতো সব বরাদ্দ পেলে ওই ক্যাম্পাসের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে সর্বোচ্চ দু'বছর সময় লাগতে পারে।

তিনি বলেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হবে। যেখানে শুরু থেকেই চিহ্নিত করা থাকবে কোথায় একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে। পরে যে কোন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সাইট সিলেকশন করতে যেন কোন ধরনের সমস্যা পোহাতে না হয়।